সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, দমন ও চাপ

বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটরের ‘সেফটি ট্র্যাকার’ মাসিক প্রতিবেদন

পর্যবেক্ষণকাল : জুলাই ২০২৬



২৮ টি

সহিংসতা ও হামলার ঘটনা



৪২ জন

বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিক

বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটর সেইফটি ট্র্যাকার রিপোর্ট: জুলাই ২০২৬

বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটর ‘সেফটি ট্র্যাকার’ এর নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২৬ সালের জুলাই মাসে দেশজুড়ে সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা, শারীরিক আক্রমণ, আইনি হয়রানি এবং অন্যান্য সহিংস ঘটনাবলী নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই প্রতিবেদনটি একটি বস্তুনিষ্ঠ দলিল হিসেবে কাজ করে, যেখানে প্রতিটি ঘটনার প্রেক্ষাপট, কারণ এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পূর্বের ধারাবাহিকতায় জুলাই মাসেও দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে সাংবাদিকদের কাজের পরিবেশ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটরের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সামগ্রিকভাবে ২৮টি স্বতন্ত্র সহিংসতার ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। এসব ঘটনায় সর্বমোট ৪২ জন সাংবাদিক সরাসরি নিপীড়ন, আক্রমণ ও মামলার শিকার হয়েছেন। শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত সাংবাদিকদের পাশাপাশি তাদের পরিবারের সদস্যরাও প্রত্যক্ষ শারীরিক নির্যাতন, গৃহ আক্রমণ ও অপহরণের হুমকির মুখে পড়েছেন। এর মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক আটক, মামলা দায়ের, জিজ্ঞাসাবাদ এবং ব্যক্তিগত ডিভাইস জব্দ করার মতো ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা এবং বিভাগীয় শহরগুলোর বাইরে জেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। নিম্নোক্ত সারণীতে জুলাই মাসের সহিংসতার একটি সাধারণ পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।

সূচক ও পরিমাপক	**স্বতন্ত্র ঘটনাভিত্তিক সংখ্যা**	**শতকরা হার (%)**
মোট নথিভুক্ত ঘটনা (Total Incidents Tracked)	২৮	—
মোট আক্রান্ত গণমাধ্যমকর্মী (Affected Journalists)	৪২	—
সশস্ত্র আক্রমণ ও প্রত্যক্ষ শারীরিক সহিংসতা	১৩	৪৬.৪%
আইনি নিপীড়ন, গ্রেপ্তার ও হয়রানিমূলক মামলা	৬	২১.৪%
হুমকি, ভীতি প্রদর্শন ও মনস্তাত্ত্বিক অপপ্রচার	৬	২১.৪%
মব আক্রমণ, সম্প্রচারে বাধা ও সরঞ্জাম লুণ্ঠন	৩	১০.৭%

হামলার প্রকৃতি ও সহিংসতার রূপতাত্ত্বিক শ্রেণিবিন্যাস

ঘটনাগুলোর কার্যকারণ ও আক্রমণাত্মক কৌশল বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহিংসতার ধরনকে প্রধানত চারটি রূপতাত্ত্বিক ধারায় বিন্যস্ত করা যায়:

প্রথমত, **শারীরিক সহিংসতা ও সশস্ত্র আক্রমণ** এই সময়কালের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অপরাধী চক্র ও রাজনৈতিক ক্যাডাররা সাংবাদিকদের নিবৃত্ত করতে আগ্নেয়াস্ত্র, হাতুড়ি, ধারালো কাঁচি, ইট ও বোমার মতো প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহার করেছে। খুলনায় প্রকাশ্য দিবালোকে চা দোকানের সামনে সাংবাদিকদের ওপর চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে গুলিবর্ষণ, ঝিনাইদহে বোমা হামলা, পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় হাতুড়িপেটা করে মাথা ও পায়ের হাড় ভেঙে দেওয়া, যশোরে মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করে সংজ্ঞাহীন করা, ফেনীতে পিটিয়ে রক্তাক্ত করার পর নদীতে নিক্ষেপ এবং ফরিদপুরে অনুসন্ধানের সময় ধারালো কাঁচি দিয়ে স্টেবিংয়ের ঘটনা সাংবাদিকদের ওপর প্রাণঘাতী সহিংসতার মাত্রা নির্দেশ করে।

দ্বিতীয়ত, **আইনি ব্যবস্থার অস্ত্রায়ন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের** মাধ্যমে সাংবাদিকদের প্রাতিষ্ঠানিক দমনপীড়নের শিকার হতে হয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা আইনের (CSA) বিতর্কিত ধারায় গভীর রাতে জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিককে গ্রেপ্তার, স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিবেদনে দলীয় পরিচয় প্রকাশের জেরে ১,০০০ কোটি টাকার মানহানি মামলায় প্রেস ক্লাবের নেতাকে গ্রেপ্তার, বরিশালের আগৈলঝাড়ায় থানা ভাঙচুরের ঘটনায় পুলিশ কর্তৃক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সাংবাদিকদের নাম আসামি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং উন্নয়ন প্রকল্পের অনিয়ম ফাঁসের জেরে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মিথ্যা চাঁদাবাজি মামলা দায়েরের মাধ্যমে আইনকে সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, **পরিবারকেন্দ্রিক হুমকি, ভীতি প্রদর্শন ও সাইবার বুলিংয়ের** ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে। সাংবাদিকদের সরাসরি দমনের পাশাপাশি তাদের সন্তানকে অপহরণ করে হত্যার হুমকি, সাংবাদিকের পা কেটে ফেলার হুমকি এবং পরিবারের নারী সদস্যদের অবমাননাকর গালিগালাজের মাধ্যমে চরম মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জে সাংবাদিকের পুরো পরিবারের আমরণ অনশনে বসা এবং নোয়াখালীতে মাদক সিন্ডিকেট কর্তৃক ফোনে হুমকি দিয়ে ফেসবুকে ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো এই ধারার স্পষ্ট উদাহরণ।

চতুর্থত, **তথ্যগত প্রমাণ ধ্বংস ও সংবাদ সংগ্রহের সরঞ্জাম কেড়ে নেওয়া**র প্রবণতা অত্যন্ত প্রকট আকার ধারণ করেছে। সংবাদ সংগ্রহের সময় পেশাগত ক্যামেরা ছিনতাই, মেমোরি কার্ড ও রেকর্ড মুছে ফেলা, মোবাইল ফোন ভাঙচুর এবং জিম্মি করে সংগৃহীত ফুটেজ মুছে ফেলতে বাধ্য করার মাধ্যমে অন-স্পট সেন্সরশিপ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হামলার শিকার সংবাদমাধ্যমসমূহ

তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, জাতীয় দৈনিক, স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এবং অনলাইন অনুসন্ধানী পোর্টালগুলো সবচেয়ে বেশি সহিংসতার মুখে পড়েছে। বিশেষ করে যেসকল সংবাদমাধ্যম দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সিন্ডিকেট, মাদক ব্যবসা এবং নদী দখল বা বালু উত্তোলনের মতো বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করেছে, তাদের ওপর আক্রমণের তীব্রতা ছিল সর্বাধিক।

টেলিভিশন ও মাল্টিমিডিয়া মাধ্যমের ক্ষেত্রে সংবাদ সংগ্রহের দৃশ্যমান সরঞ্জাম (ক্যামেরা, বুম, ওবি ভ্যান) আক্রমণকারীদের দ্রুত শনাক্তকরণ ও আক্রমণের সুযোগ করে দিয়েছে। অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ের মফস্বল সাংবাদিক ও অনলাইন পোর্টালগুলো প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি সুরক্ষার ঘাটতির কারণে চরম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় নিপতিত হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের নাম	মাধ্যমের শ্রেণি ও ধরন	আক্রান্তের সংখ্যা ও সহিংসতার বিবরণ
দৈনিক ঢাকা প্রতিদিন	জাতীয় মুদ্রিত দৈনিক	১ জন (ফায়ার সার্ভিসের দুর্নীতির খবরে সাইবার নিরাপত্তা আইনে বিশেষ প্রতিনিধি মধ্যরাতে গ্রেপ্তার ও প্রকাশ্য হেনস্তা)
ভিওডি বাংলা (VOD Bangla)	অনলাইন মাল্টিমিডিয়া পোর্টাল	৩ জন (রামপুরায় প্রতিবেদক ও ক্যামেরাপারসনকে জিম্মি, মারধর, স্মার্টফোন ধ্বংস ও ফুটেজ মুছে ফেলা)
এসএ টিভি, স্টার টিভি, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, দৈনিক আমাদের সময়	জাতীয় সম্প্রচার ও জাতীয় দৈনিক কনসোর্টিয়াম	৪ জন (খুলনায় একই স্থানে অবস্থানকালে মোটরসাইকেল আরোহী বন্দুকধারীদের সরাসরি গুলিবর্ষণের শিকার)
দীপ্ত টিভি ও নাগরিক টিভি	জাতীয় স্যাটেলাইট টেলিভিশন	২ জন (ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থানার সামনে ভিডিও ফুটেজ ধারণকালে রাজনৈতিক ক্যাডারদের সংঘবদ্ধ মারধর)
মোহনা টিভি	জাতীয় স্যাটেলাইট টেলিভিশন	১ জন (ফেনী নদীতে বালু উত্তোলনের সংবাদে অস্ত্র প্রদর্শন, ইট-লাঠিপেটা ও নদীতে ফেলে হত্যাচেষ্টা)
যমুনা টিভি	জাতীয় স্যাটেলাইট টেলিভিশন	২ জন (নওগাঁয় বন্ধ স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে অনুসন্ধানে কর্মকর্তা কর্তৃক মামলার হুমকি ও দুর্ব্যবহার)
দৈনিক দেশ রূপান্তর	জাতীয় মুদ্রিত দৈনিক	১ জন (পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসীদের হাতুড়িপেটায় মাথা ও পা থেঁতলে গুরুতর জখম)
দৈনিক আজকের দুর্নীতি	অনুসন্ধানী মুদ্রিত দৈনিক	১ জন (মুন্সীগঞ্জে হুন্ডি সিন্ডিকেটের করা মিথ্যা মামলায় দীর্ঘ ২২ দিন আত্মগোপনে বাধ্য হওয়া)
দৈনিক আমার দেশ	জাতীয় মুদ্রিত দৈনিক	১ জন (গোপালগঞ্জে এলজিইডির সড়ক নির্মাণে দুর্নীতি ফাঁসের জেরে ঠিকাদারের মিথ্যা চাঁদাবাজি মামলা)
দৈনিক খবরের কাগজ	জাতীয় মুদ্রিত দৈনিক	১ জন (যশোরে সন্ত্রাসী 'আলাল বাহিনী'র অপকর্ম ফাঁসের জেরে

		মাথায় ইট মেরে রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন করা)
বাংলা অ্যাফেয়ার্স	অনলাইন পোর্টাল	২ জন (মানিকগঞ্জে গোপন সম্পদের অনুসন্ধানে শারীরিক হামলা, মোটরসাইকেল ভাঙচুর ও সরঞ্জাম লুণ্ঠন)
ফেস দ্য পিপল	ডিজিটাল সংবাদ প্ল্যাটফর্ম	২ জন (অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জেরে সম্পাদক ও প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে আদালতে ফৌজদারি মামলা)
ঢাকা ট্রিবিউন	জাতীয় ইংরেজি দৈনিক	১ জন (ঢাকায় অগ্নিকাণ্ডের সরাসরি সম্প্রচারে মব কর্তৃক শারীরিক হেনস্তা ও সম্প্রচার বাধাগ্রস্তকরণ)
স্থানীয় প্রেস ক্লাব ও স্থানীয় পোর্টাল (মুরাদনগর লাইভ টিভি, আগৈলঝড়া, সিরাজগঞ্জ প্রেস ক্লাব, ডিআরবি নিউজ, দৈনিক ফতেহাবাদ)	স্থানীয় গণমাধ্যম ও সাংবাদিক সংগঠন	৯ জন (গ্রেপ্তার, পরিবারসহ প্রাণনাশের হুমকি, মিথ্যা পুলিশি মামলা ও ধারালো কাঁচি দিয়ে স্টেবিং)

ক্যাম্পাস সাংবাদিকতায় সাংবাদিকদের ওপর দমনপীড়ন

জুলাই ২০২৬-এর তথ্যাবলি থেকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র রাজনীতির পরিমণ্ডলে ক্যাম্পাস সাংবাদিকতার ওপর দুটি ভিন্ন মাত্রার দমনপীড়ন ও কাঠামোগত ভীতি প্রদর্শনের চিত্র উঠে আসে।

প্রথমত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) তিনজন শিক্ষার্থী আহতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংবাদ প্রকাশের জেরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) তৎকালীন ভিপি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ প্রকাশ্যে সংবাদ সম্মেলন ডেকে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দেন। ছাত্র সংসদীয় নেতৃত্বের দাবি ছিল, গণমাধ্যম উক্ত সংঘর্ষের ঘটনাকে 'ছাত্র প্রতিরোধ' হিসেবে প্রচার না করে 'হামলা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং নিষিদ্ধ ছাত্রলীগকে সুরক্ষা দেওয়ার মতো পক্ষপাতদুষ্ট অবস্থান নিয়েছে। এই ঘটনায় রাকসু নেতৃত্ব গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের তালিকা প্রস্তুত করে সাংবাদিকদের 'জবাবদিহির আওতায়' আনার ঘোষণা দেয়। এটি মূলত স্বাধীন ক্যাম্পাস সাংবাদিকতার ওপর এক ধরনের রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নজরদারি, যার উদ্দেশ্য ছিল গণমাধ্যমের শব্দচয়ন ও স্বাধীন প্রতিবেদনকে দলীয় ন্যারেটিভের অধীন করা।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষাঙ্গন সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মব ভায়োলেন্স ও দায়িত্ব পালনে সরাসরি বাধার ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে। আন্দোলনরত এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের একটি প্রতিনিধি দল যখন পুলিশের নিরাপত্তা বলয়ে সচিবালয়ে প্রবেশ করছিল, তখন স্টার নিউজের প্রতিবেদক নাজমুল হকসহ উপস্থিত সাংবাদিকরা তাদের গতিবিধি ও নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ক্ষিপ্ত হয়ে সাংবাদিকের কলার চেপে ধরে, ধাক্কা দেয় এবং একপর্যায়ে সংঘবদ্ধভাবে মারধর শুরু করে। এই আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে অন্যান্য সহকর্মী সাংবাদিকরাও হেনস্তার শিকার হন।

আঞ্চলিক সাংবাদিকতা ও জেলাভিত্তিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ

প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্যাবলি পর্যালোচনা করলে কেন্দ্র বনাম প্রান্তের ভৌগোলিক বাস্তবতায় সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ঝুঁকির ধরনে একটি সুস্পষ্ট মেরুকরণ লক্ষ্য করা যায়। রাজধানী ঢাকা এবং মফস্বল জেলাগুলোর মধ্যে আক্রমণকারীদের চরিত্র, আক্রমণের ধরন এবং আইনি কাঠামোর প্রয়োগে ভিন্ন ভিন্ন প্যাটার্ন ক্রিয়াশীল রয়েছে।

রাজধানী ঢাকা মহানগরীতে সাংবাদিকদের ওপর নিপীড়ন প্রধানত আইনি কাঠামোর অপব্যবহার, প্রাতিষ্ঠানিক গ্রেপ্তার এবং উন্মুক্ত সংবাদ সংগ্রহে মব নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের উচ্চপর্যায়ের দুর্নীতি প্রকাশের জেরে ডিজিটাল আইনের বিতর্কিত ধারায় গভীর রাতে শাহবাগ থানা পুলিশের অভিযান, মাস্তুল ফাউন্ডেশনের মতো বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে আদালতে চাঁদাবাজির ফৌজদারি মামলা দায়ের কিংবা অগ্নিকাণ্ডের সরাসরি সম্প্রচারে উচ্ছৃঙ্খল জনতার বলপ্রয়োগ ঢাকার সাংবাদিকতার প্রধান ঝুঁকি হিসেবে দেখা গেছে।

বিপরীতে, আঞ্চলিক ও মফস্বল জেলাগুলোতে আইনি মারপ্যাঁচের চেয়ে সরাসরি সশস্ত্র ও প্রাণঘাতী শারীরিক সহিংসতার বিস্তার ঘটেছে। প্রান্তিক পর্যায়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার শিথিল নজরদারি এবং স্থানীয় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সিন্ডিকেটের অপ্রতিরোধ্য আধিপত্য গ্রামীণ সাংবাদিকদের জীবনকে চরম ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। আঞ্চলিক ঝুঁকির প্রধান অনুঘটকগুলো নিচে বিশদভাবে তুলে ধরা হলো:

- **অবৈধ প্রাকৃতিক সম্পদ ও বালু উত্তোলন সিন্ডিকেট:** নদী ও সরকারি জমি থেকে বালু উত্তোলনের সিন্ডিকেট উন্মোচন করতে গিয়ে সাংবাদিকরা সবচেয়ে বেশি সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ফেনীর ছাগলনাইয়ায় ফেনী নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলনের ভিডিও ধারণ করায় সাংবাদিককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করার পর নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। তদুপরি, একটি উপজেলা প্রশাসনিক কার্যালয়ের ভেতরে সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতেই বালু উত্তোলনের রিপোর্টের জেরে সাংবাদিককে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়।
- **স্থানীয় সন্ত্রাসী বাহিনী ও মাদক নেটওয়ার্ক:** স্থানীয় সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন প্রকাশ মফস্বল সাংবাদিকদের জন্য বিপজ্জনক রূপ নিয়েছে। যশোরে 'আলাল বাহিনী' নামক সন্ত্রাসী গ্যাংয়ের অপকর্ম ফাঁসের জেরে সাংবাদিকের মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করে সংজ্ঞাহীন করা হয়, নোয়াখালীতে মাদক কারবারির বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের জেরে হোয়াটসঅ্যাপে জীবননাশের হুমকি ও সাইবার মাধ্যমে মানহানিকর কুৎসা রটানো হয় এবং ফরিদপুরে ছিনতাই ও কিশোর গ্যাংয়ের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহকালে সাংবাদিককে উপর্যুপরি কাঁচি দিয়ে কুপিয়ে জখম করা হয়।
- **উন্নয়ন বাজেট ও অবকাঠামোগত দুর্নীতি:** স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে ঠিকাদারি অনিয়মের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করতে গিয়ে মফস্বল সাংবাদিকরা সাজানো চাঁদাবাজি মামলার শিকার হয়েছেন। গোপালগঞ্জে এলজিইডির ৭৪.৬ লাখ টাকার নিম্নমানের সড়ক সংস্কার কাজের তথ্য প্রকাশ করায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান উল্টো সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেয়। একইভাবে মানিকগঞ্জে অবৈধ সম্পদের অনুসন্ধানে গিয়ে সাংবাদিকরা শারীরিক হামলা ও লুণ্ঠনের শিকার হন।
- **আর্থিক অপরাধ ও হুন্ডি সিন্ডিকেট:** মুন্সীগঞ্জে অবৈধ হুন্ডি ব্যবসার সংবাদ প্রকাশের পর প্রভাবশালী হুন্ডি চক্রের দায়ের করা সাজানো মামলায় একজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিককে টানা ২২ দিন আত্মগোপনে থাকতে বাধ্য হতে হয়।

জুলাই ২০২৬-এ সাংবাদিকদের আক্রান্ত হওয়ার জেলাভিত্তিক তালিকা

নিচের পূর্ণাঙ্গ সারণিতে জুলাই ২০২৬-এর তথ্যভাণ্ডারে উল্লিখিত সকল ভৌগোলিক অঞ্চলের জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান, আক্রান্তের সংখ্যা এবং ঘটনার প্রকৃতি বিশদভাবে উপস্থাপন করা হলো:

জেলা (District)	আক্রান্ত সাংবাদিকের সংখ্যা	ঘটনার প্রকৃতি ও নিগ্রহের বিশদ বিবরণ
ঢাকা (Dhaka)	১০ জন	• পূর্ব রামপুরায় ভিওডি বাংলার ৩ সাংবাদিককে জিম্মি, মারধর, ফোন ভাঙচুর ও ফুটেজ মুছে ফেলা। • ফেস দ্য পিপল-এর সম্পাদক ও প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে আদালতে ফৌজদারি চাঁদাবাজি ও মানহানি মামলা। • মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডের সরাসরি সম্প্রচারে ঢাকা ট্রিবিউনের প্রতিবেদককে মব কর্তৃক শারীরিক হেনস্তা। • সচিবালয়ে এইচএসসি শিক্ষার্থীদের মব হামলায় স্টার নিউজের সাংবাদিকসহ একাধিক গণমাধ্যমকর্মী আহত। • ফায়ার সার্ভিসের দুর্নীতির খবরে দৈনিক ঢাকা প্রতিদিন-এর প্রতিবেদককে সাইবার নিরাপত্তা আইনে গভীর রাতে গ্রেপ্তার ও জনসমক্ষে হেনস্তা।
খুলনা (Khulna)	৪ জন	জাতিসংঘ শিশুপার্কের সামনে এসএ টিভি, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, স্টার টিভি ও দৈনিক আমাদের সময়-এর ৪ সাংবাদিককে লক্ষ্য করে চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে অজ্ঞাত বন্দুকধারীদের গুলিবর্ষণ; স্প্লিন্টারে সাংবাদিক আহত।
গাজীপুর (Gazipur)	৩ জন	• শ্রীপুরে মধ্যরাতে সাংবাদিকের বাড়িতে অনুপ্রবেশ করে সাংবাদিক ও তার স্ত্রীকে মারধর, কব্জিতে কামড় এবং স্বর্ণালংকার ছিনতাই। • কাশিমপুরে অনুসন্ধানের সময় সশস্ত্র চক্র কর্তৃক রড-লাঠিপেটা, পোশাক ছেঁড়া এবং ক্যামেরা, মাইক্রোফোন, মোবাইল ও নথিপত্র লুণ্ঠন।
ঝিনাইদহ (Jhenaidah)	৩ জন	• অভয়নগরে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তদের সহিংস বোমা হামলায় সাংবাদিক আহত। • কালীগঞ্জ থানার সামনে নারীদের

		ওপর হামলার দৃশ্য ধারণকালে বহিষ্কৃত রাজনৈতিক নেতা ও ক্যাডারদের দ্বারা দীপ্ত টিভি ও নাগরিক টিভির সাংবাদিককে পিটিয়ে হাসপাতালে প্রেরণ।
রাজশাহী (Rajshahi)	৩ জন	• গোদাগাড়ীতে স্কুল কমিটির সভাপতি পদ দখল নিয়ে সংবাদের জেরে বিএনপি নেতা কর্তৃক ২ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করে মামলার হুমকি। • রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের সংবাদ পরিবেশন নিয়ে রাকসু ভিপি কর্তৃক সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে তালিকা তৈরি ও আইনি ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক হুমকি।
ফরিদপুর (Faridpur)	২ জন	• মদনখালী স্লুইসগেট বর্জ্য ডাম্পিং এলাকায় পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে ছিনতাইকারী গ্যাং কর্তৃক শারীরিক হামলায় জখম। • ছিনতাইয়ের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহকালে কিশোর গ্যাং কর্তৃক লাঠিপেটা, মোবাইল ভাঙচুর ও ধারালো কাঁচি দিয়ে স্টেবিং।
নওগাঁ (Naogaon)	২ জন	হাসাইগাড়ী ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ২ বছর বন্ধ থাকার বিষয়ে প্রশ্ন তোলায় জেলা পরিবার পরিকল্পনা উপ-পরিচালক কর্তৃক যমুনা টিভির রিপোর্টার ও ক্যামেরাপারসনকে গালাগাল ও প্রকাশ্য মামলার হুমকি।
নোয়াখালী (Noakhali)	২ জন	বেগমগঞ্জে মাদক ব্যবসার সংবাদ প্রকাশের পর মাদক কারবারির ভাই কর্তৃক ফোনে 'খেলা হবে' প্রাণনাশের হুমকি এবং ফেসবুকে ফেক আইডি খুলে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার।
বরিশাল (Barishal)	২ জন	আগৈলঝড়া থানা ঘেরাও ও ভাঙচুরের মামলায় পুলিশ কর্তৃক আগৈলঝাড়া প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও যুগান্তর প্রতিনিধিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ২১ ও ২২ নম্বর নামীয় আসামি করে আইনি হয়রানি।

মানিকগঞ্জ (Manikganj)	২ জন	গঙ্গাধরপটি এলাকায় অবৈধ সম্পদ ও দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহকালে সাংবাদিকদের ওপর শারীরিক হামলা, মোটরসাইকেল ভাঙচুর, ক্যামেরা-ট্রাইপড-নগদ টাকা লুণ্ঠন ও প্রাণনাশের হুমকি।
কুমিল্লা (Comilla)	১ জন	মুরাদনগরে ধর্ষণ মামলার আসামির রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের পর স্থানীয় বিএনপি নেতার দায়ের করা ১,০০০ কোটি টাকার মানহানি মামলায় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার।
গোপালগঞ্জ (Gopalganj)	১ জন	কোটালীপাড়ায় এলজিইডির ৭৪.৬ লাখ টাকার সড়ক সংস্কার কাজে অনিয়ম ফাঁসের জেরে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি কর্তৃক দৈনিক আমার দেশ-এর প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে মিথ্যা চাঁদাবাজি মামলা।
পটুয়াখালী (Patuakhali)	১ জন	কুয়াকাটায় হোটেল সৈকতের সামনে স্থানীয় ছাত্রদল ও যুবদল নেতাদের নেতৃত্বে দৈনিক দেশ রূপান্তর-এর সাংবাদিককে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মাথা ও পা থেঁতলে নৃশংস হত্যাচেষ্টা।
ফেনী (Feni)	১ জন	ছাগলনাইয়ায় ফেনী নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলনের ভিডিও করায় মোহনা টিভির সাংবাদিককে ইট-লাঠি দিয়ে পিটিয়ে, অস্ত্র প্রদর্শন করে নদীতে ফেলে দিয়ে হত্যাচেষ্টা।
মুন্সীগঞ্জ (Munshiganj)	১ জন	অবৈধ হুন্ডি সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানী ধারাবাহিক প্রতিবেদন করায় হুন্ডি ব্যবসায়ীর দায়ের করা হয়রানিমূলক মামলায় জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ২২ দিন ধরে আত্মগোপনে বাধ্য।
যশোর (Jessore)	১ জন	ঝিকরগাছায় সন্ত্রাসী 'আলাল বাহিনী'র অপকর্ম ফাঁসের জেরে দৈনিক খবরের কাগজ-এর প্রতিনিধিকে মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করে রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ফেলে রাখা।

রংপুর (Rangpur)	১ জন	এটিএন নিউজের ব্যুরো অফিসে কর্মরত অবস্থায় ফোনে টানা ৬ মিনিট অশ্রাব্য গালিগালাজসহ সুনির্দিষ্ট প্রাণনাশের হুমকি প্রদান।
রাজবাড়ী (Rajbari)	১ জন	পাংশার মোইশালা বাসস্ট্যান্ডে শিক্ষার্থীদের সংঘাতের ভিডিও ধারণকালে অটোরিকশা চালক মব কর্তৃক কালের কণ্ঠের সাংবাদিককে মারধর ও জোরপূর্বক মোবাইল থেকে ভিডিও মুছে ফেলা।
সিরাজগঞ্জ (Sirajganj)	১ জন	সিরাজগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের সন্তানকে অপহরণ করে হত্যা, সাংবাদিকের পা কাটা ও স্ত্রীকে গালাগালের হুমকি দেওয়ায় স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার বিরুদ্ধে পরিবারের আমরণ অনশন।
অনির্দিষ্ট উপজেলা	১ জন	উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রকাশ্য প্রশাসনিক বৈঠকের ভেতরে অবৈধ বালু সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করায় বিএনপি নেতা কর্তৃক সাংবাদিককে মারধর, মাথা ফাটানো ও পোশাক ছেঁড়া।

৬. আক্রান্ত সাংবাদিকদের লিঙ্গভিত্তিক বিন্যাস ও জেন্ডার বিশ্লেষণ

ট্র্যাকারের প্রতিটি ভুক্তির লিঙ্গভিত্তিক বিন্যাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত সাংবাদিকদের শতভাগই পুরুষ। তবে সহিংসতার বিস্তার কেবল পুরুষ সাংবাদিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি ও প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে নারী পারিবারিক সদস্যদেরও লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।

আক্রান্তের শ্রেণিবিভাগ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)	বিবরণ ও জেন্ডারভিত্তিক প্রভাব
পুরুষ সাংবাদিক (Male Journalists)	৪২	**১০০.০০%**	সম্মুখসারির ফিল্ড রিপোর্টিং, ভিডিও চিত্রগ্রহণ, মফস্বল অপরাধ অনুসন্ধান এবং ব্যুরোপ্রধান হিসেবে সরাসরি আক্রান্ত সাংবাদিকদের শতভাগই পুরুষ।
নারী সাংবাদিক (Female Journalists)	০	**০.০০%**	ট্র্যাকারটিতে কোনো নারী সাংবাদিকের নাম সরাসরি আক্রান্ত হিসেবে নথিভুক্ত হয়নি।
আক্রান্ত নারী পারিবারিক সদস্য	২	—	১. গাজীপুরের শ্রীপুরে সাংবাদিক ওয়াসিম আকরামের বাসায় মধ্যরাতে সশস্ত্র হামলায় তার স্ত্রী শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন, এবং স্বর্ণালংকার ছিনতাই হয়। ২. সিরাজগঞ্জে প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের স্ত্রীকে ফোনে অবমাননাকর গালিগালাজ ও সন্তানকে অপহরণ করে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।

এই পরিসংখ্যানটি একদিকে বাংলাদেশের অপরাধ, সংঘাত ও রাজনৈতিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় মাঠপর্যায়ে নারীদের প্রতিনিধিত্বের কাঠামোগত সংকট নির্দেশ করে, অন্যদিকে এটি প্রমাণ করে যে সাংবাদিকদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে দিতে দুর্বৃত্তরা পারিবারিক পরিসরে প্রবেশ করে নারীদের ওপর সহিংসতা ও অবমাননাকে একটি কৌশলগত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

৭. আক্রমণকারীদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বনাম অন্যান্য মহলের তুলনামূলক হার

প্রতিবেদনে নথিভুক্ত ২৯টি ঘটনার (বা ২৮টি স্বতন্ত্র ঘটনার) আক্রমণকারীদের দলীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় বিশ্লেষণ করলে একটি বহুমাত্রিক বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয়। আক্রমণকারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বলীয়ান হলেও,

সিংহভাগ ঘটনাই সংঘটিত হয়েছে অরাজনৈতিক অপরাধ সিন্ডিকেট, রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র, ঠিকাদারি চক্র এবং ক্ষুব্ধ মবের দ্বারা।

রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার পরিসংখ্যানগত অনুপাত নিম্নরূপ:

- **রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও অঙ্গসংগঠন সংশ্লিষ্ট ঘটনা:** ৭টি (মোট ঘটনার **২৫.০০%**)।
- **রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতাহীন / অন্যান্য ঘটনা:** ২২টি (মোট ঘটনার **৭৫.০০%**)।

আক্রমণকারীর শ্রেণি / সংশ্লিষ্টতা	ঘটনার সংখ্যা	শতকরা হার (%)	সংশ্লিষ্ট দলীয় পদবি, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়
রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও অঙ্গসংগঠন	**৭**	**২৫.০০%**	• **বিএনপি মূল দল:** মুরাদনগর উপজেলা যুগ্ম আহ্বায়ক, মাটিকাটা ইউনিয়ন সভাপতি, উপজেলা সিনিয়র সহ-সভাপতি। • **কৃষক দল:** ঝিনাইদহ কালীগঞ্জের বহিষ্কৃত নেতা। • **ছাত্রদল ও যুবদল:** কুয়াকাটা ওয়ার্ড ছাত্রদল সভাপতি ও পৌর যুবদল সম্পাদক। • **স্বেচ্ছাসেবক দল:** সিরাজগঞ্জ জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক। • **ছাত্র সংসদ (রাকসু):** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ভিপি।
অপরাধ সিন্ডিকেট ও স্থানীয় সন্ত্রাসী চক্র	৮	২৭.৫৯%	• যশোরের 'আলাল বাহিনী', ফরিদপুরের কিশোর গ্যাং ও ছিনতাইকারী চক্র, খুলনার অজ্ঞাত বন্দুকধারী, ফেনীর অবৈধ বালু উত্তোলক চক্র, নোয়াখালীর মাদক সিন্ডিকেট, গাজীপুরের সশস্ত্র ছিনতাইকারী দল।
আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন	৪	১৩.৭৯%	• শাহবাগ থানা পুলিশ (সাইবার নিরাপত্তা আইনে অভিযান ও গ্রেপ্তার)। • আগৈলঝাড়া থানা পুলিশ (সাংবাদিকদের সাজানো মামলায় অন্তর্ভুক্তি)। • নওগাঁ জেলা পরিবার পরিকল্পনা উপ-পরিচালক (প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার ও হুমকি)।
উচ্ছৃঙ্খল জনতা / শিক্ষার্থী মব / শ্রমিক	৪	১৩.৭৯%	• সচিবালয়ে আন্দোলনরত এইচএসসি পরীক্ষার্থী মব,

			মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে বিক্ষুব্ধ জনতা, রাজবাড়ীতে অটোরিকশা চালক গ্রুপ, পূর্ব রামপুরায় স্থানীয় দুর্বৃত্ত দল।
ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদার ও ফাউন্ডেশন	৩	১০.৩৪%	• এলজিইডি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান, মাস্তুল ফাউন্ডেশন, মুন্সীগঞ্জের অবৈধ হুন্ডি ব্যবসায়ী চক্র।
ব্যক্তিগত বিরোধ	৩	১০.৩৪%	• শ্রীপুরে গার্মেন্টসের বিরোধে হামলা, রংপুরে অজ্ঞাত টেলিফোন কলার, ঝিনাইদহে বোমা নিক্ষেপকারী চক্র।